# পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় - বৈপরীত্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

## ৩. ৯. ২২. যোহন বাপ্তাইজক ইলিয়াস অথবা ইলিয়াস নন

এলিয়, এলিজা বা ইলিয়াস (Elijah or Elias) খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর একজন ইসরাইলীয় নবী ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে একটা ঘুর্ণিঝড়ের মাধ্যমে আগুনের রথে করে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয় (২ রাজাবলি ২/১১)। পুরাতন নিয়মের শেষে 'মালাখি'-র পুস্তকে বলা হয়েছে যে, প্রভুর  ভয়ঙ্কর দিবসের আগমনের পূর্বে নবী ইলিয়াস আবার দুনিয়াতে আসবেন (মালাখি ৪/৫-৬)। এ থেকে ইহুদিদের বিশ্বাস যে, মসীহ বা খ্রিষ্টের আগমনের পূর্বে এলিয়/ ইলিয়াস পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।[1]

যীশুর খ্রিষ্টত্ব প্রমাণের জন্য এলিয়ের আগমন জরুরি ছিল। আমরা দেখেছি যে, যোহন দ্যা বাপ্টিস্ট (John the Baptist)-কে বিভিন্ন বাংলা বাইবেলে যোহন বাপ্তাইজক, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া বা তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া বলা হয়েছে। বাইবেলে কোথাও বলা হয়েছে যে, তিনিই ইলিয়াস এবং কোথাও তা অস্বীকার করা হয়েছে।

ইউহোন্না ১/১৯-২১, মো.-১৩: "আর ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য এই- যখন ইহুদীরা কয়েক জন ইমাম ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুশালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালো, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; তিনি স্বীকার করে বললেন, আমি সেই মসীহ নই। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস (Elijah: এলিয়)? তিনি বললেন, আমি নই।"

এখানে যোহন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, তিনি ইলিয়াস নন। অপরদিকে মথি ১১/১৪ শ্লোকে যোহন বিষয়ে যীশু বলেছেন: "আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে জানবে, যে ইলিয়াসের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি।" (মো.-১৩)

এছাড়া মথি ১৭/১০-১৩ বলছে: "তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে। তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার) বিষয় বলিয়াছেন।"

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, ইয়াহিয়া বা যোহন নিজে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি এলিয় বা ইলিয়াস নন। কিন্তু যীশু সাক্ষ্য দিলেন যে, ইয়াহিয়া বা যোহনই এলিয়। খোলা চোখে দুজনের একজনের কথা মিথ্যা।

'যীশু কি মিথ্যা বলেছিলেন?' 'Did Jesus Christ Lie?' প্রবন্ধে গ্যারি ডেভানি (Gary DeVaney) এ প্রসঙ্গে লেখেছেন: "Jesus said: John the Baptist is Elijah Catholic / Elias KJV... John the Baptist said he was not Elijah / Elias. Who lied - John the Baptist or Jesus Christ? Do you acknowledge and confirm that according to these 2 Bible C&Vs, either Jesus Christ or

John the Baptist lied?”

“যীশু বললেন যোহন বাপ্তাইজক-ই ইলিয়াস/ এলিয়। ... যোহন বাপ্তাইজক বললেন তিনি ইলিয়াস/এলিয় নন। মিথ্যা বললেন কে? যোহন বাপ্তাইজক অথবা যীশু খ্রিষ্ট? আপনি কি স্বীকার ও নিশ্চিত করেন যে, বাইবেলের অধ্যায় ও শ্লোক নির্ধারিত এ দুটো বক্তব্য অনুসারে হয় যীশু খ্রিষ্ট অথবা যোহন বাপ্তাইজক মিথ্যা বলেছেন?”[2]

## ফুটনোট

[1] Glatzer, Nahum Norbert. "Elijah." Microsoft Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.
[2] http://www.thegodmurders.com/id188.html

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14104

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন